ভোরের কাগজ

৫/১০/২০০৫

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

চ.বি. খোলার আগেই নীরবে ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস ত্যাগ

ভিসি, প্রোভিসি পদের জন্য শিক্ষকদের লবিং শুরু

চ.বি. প্রতিনিধি : শিবিরের হামলার আশঙ্কায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে। ফলে আগামী রোববার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনে কোনো বাধা ছাড়াই সবকটি হল মৌলবাদী জামাত শিবির আবার দখল করে নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে প্রোক্টর তৌহিদ হোসেন চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন।

অন্যদিকে সরকার গঠনের আগেই বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকরা ভিসি এবং প্রোভ-ভিসি পদ নিয়ে জোর লবিং শুরু করেছেন। এ নিয়ে একজন সাবেক মন্ত্রীর বাসায় একটি বৈঠকও হয়ে গেছে। আগ্রহী এক শিক্ষক ঢাকাতেও যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফল শুনে ছাত্রলীগ কর্মীরা নীরবে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে। গতকাল বন্ধের কারণে আবাসিক হল ছাড়ার পর যে কজন ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং গেট সংলগ্ন শাহী কটেজে অবস্থান করছিল, গতকাল তার প্রধান ফটকে তালা ঝুলতে দেখা গেছে। ক্যাম্পাসের কোথাও কোনো ছাত্রলীগ কর্মীকে দেখা যায়নি। সকাল ১১টার দিকে ১০/১২ জন ছাত্রদল কর্মীকে ১নং গেটে দেখা যায়। দুপুরের দিকে শিবির সভাপতিকে মোটরসাইকেলে দলবল নিয়ে ক্যাম্পাসে টহল দিতে দেখা যায়।

গত ১৩ আগস্ট শিবির-ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধের পর বন্ধ ঘোষিত আবাসিক হলগুলো আগামী রোববার বিকালে খুলে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রদের ৬টি আবাসিক হলের মধ্যে বন্ধের আগে ৩টি শিবিরের এবং ৩টি ছাত্রলীগের দখলে ছিল। শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফাটল ধরিয়ে ছাত্রলীগ এ ৩টি হল দখলে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন আগামী রোববার এ ৩টি হল আবার মৌলবাদী শিবির ক্যাডাররা একরকম বিনা বাধায় দখল করে নেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেট এলাকার কটেজগুলোতে তাদের ক্যাডার ও অস্ত্র জড়ো করছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, ক্যাডার দলে গত বছরের ১২ জুলাই এইট মার্ডারের চার্জশিটভুক্ত আসামি মিয়া মোঃ তৌফিকও রয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য যেসব শিক্ষক লবিং শুরু করেছেন বলে জানা গেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এম বদিউল আলম, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ সিদ্দিকী ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ শরিফ আহমেদ খান প্রমুখ। উপাচার্যের ইঁদুর দৌড়ে সাবেক উপ-উপাচার্য জোর লবিং চালালেও ছাত্রদল কর্মীরা তাকে চাইছে না। ছাত্রদল কর্মীরা তার বিরুদ্ধে 'আত্মকেন্দ্রিকতার অভিযোগ তুলেছে, অন্যদিকে, উপ-উপাচার্য পদে জামাতপন্থী একজন শিক্ষককে মনোনীত করা হতে পারে বলে জানা গেছে।